পত্র-চিত্র

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বার আনা

পত্র-চিত্র

(গীতিকাব্য)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা

১৪ এ, রামতনু বসুর লেন,

"মানসী" প্রেস হইতে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৮

মূল্য বার আনা।

প্রিণ্টার-শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা

এই গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে গুটি দুই তিন ব্যতীত সব কয়টিই "মানসী", "মর্ম্মবাণী", "ভারতবর্ষ", "পরিচারিকা", "সংকল্প", "মানসী ও মর্ম্মবাণী" প্রভৃতি মাসিক পত্রাদিতে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রিয়ার পত্র, বিরহে, মিলনে, বন্ধ্যার ব্যথা, পুত্রবিরহে, খোকার মা, প্রভৃতি কবিতাগুলি আমার অনুমতি-অনুসারে হিন্দি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইতি, শুক্রবার, শিবরাত্রি, ১২ই ফাল্গুন, ১৩২৮

ধানবাদ (মানভূম)
২৪শে ফেব্রুয়ারী
১৯২২

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

মহাশয়ের করকমলে—

তুমি অপূর্ব্ব, অতি অপূর্ব্ব, ধরণীতে তুমি অতুলন—
সার্থক তব নামের মহিমা, ধন্য তোমার প্রাণমন।
শূন্য করিয়া কোন্ সেই সুরপুরী
কোন্ জলতল-সেঁচা এ অমৃত চুরি?
কোন্ ফাগুনের ফাগে রাগে কোন্ ছবি
রচিল ও চিত-উপবন?
কোন্ কুমারের সোণার কাঠির হেন পরিচয় রসায়ন?
ওগো অপূর্ব্ব, অতি অপূর্ব্ব, ধরণীতে এ যে অতুলন।

ইরাণের চারু আঙুর বাগের ঝরা ভরা একি তরুতল?
এ কোন্ রাজার নর্ম্ম-বিহার বকুল বাসর ফুলদল?
কত কোকিলের আকুল এ কল গান
শত তটিনীর চঞ্চল চল তান
চির বসন্ত মলয়ের আহ্বান—
কোন্ ঋত্বিক হোমানল?
একি সঙ্গীতে বেঁধেছ হিয়াটি শীত-চন্দন সুকোমল?
ওগো অপূর্ব্ব, অতি অপূর্ব্ব, ধরণীর চির-নিরমল!

হিয়ার রক্তে রাঙিয়া উঠেছে কর্ম্ম তোমার করুণায়,
একি পারাপার খেয়া বহ' সখা অসীম প্রেমের বরুণায়?
কেন স্বপনের উজ্জল বেলা ছাড়ি
অকুল আঁধার ঘাটে দিতে এলে পাড়ি?

শুষ্ক তরুতে বৃথা জল ঝারি ঝারি,
বৃথা এ প্রয়াস সমুদায়—
ভাগ্য-বিধাতা হাসিছেন হের' বসি নেপথ্য-মোহানায়।
তবু অপূর্ব্ব, অতি অপূর্ব্ব, কহিছে অকৃতী নিরুপায়।

একি বন্ধনে বাঁধিছ' বন্ধু জড়ায়ে আমায় শত পাক
রুধিয়া আমার সকল কণ্ঠ হরিয়া আমার যত বাক্?
এত ভালবাসা এতখানি প্রাণ দিয়ে
খেলা সাজে কিগো হেন দীনজনে নিয়ে?
"হাত-জোড়া" বলি দেছে যারে ফিরাইয়ে
জগত, সে পড়ে থাক্ থাক্!
তুমি রহ চির অসীম উচ্চ উদয় অচল উজলিয়া
আর তারি আলো বন্দনা গানে ধন্য হউক কবিহিয়া।

বালিকার মত ভাবুক সরল, কিশোরীর মত লাজে মরা,
যুবতীর মত বিভল ব্যাকুল নিবিড় বাঁধন বাহুভরা।
ফুলের মতন সুন্দর সুবাসিত
শিশিরের মত উজ্জ্বল শুভসিত
আকাশের মত নিঃসীম তব চিত
সকল জনায় নিজ করা;
হেন সুন্দর তোমাতে পাই যে সত্য শিবের ছবি ধরা—
তাই ত কবির মাথা নত হয়ে ঘটায়েছে এই ধরা পড়া।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সূচী

পত্র-চিত্র

বঙ্গগৃহ

জ্ঞাতি কুটুম্ব নিকট বা দূর অধিকৃত যার সকল কক্ষ
ক্ষুদ্র সুখে কি দুঃখেও যথা স্পন্দিত সেই জনতাবক্ষ ;
এক হেঁসেলের অন্নে যেথায় সকলেরি ক্ষুধা হয় গো শান্ত
সে একই আঙিনা যেখানে লুটায় সকলেরি দেহ হইলে শ্রান্ত ;
পশু ও পক্ষী কুকুরটিও কোন্ গৃহতলে স্নেহেতে পুষ্ট ?
সে যে গো আমার বঙ্গের গৃহ—দেবতারা সব যেখানে তুষ্ট !

কার দ্বার হতে ফিরে না অতিথি চিরকাল কিবা দিবস রাত্র
পাদ্যঅর্ঘ্য হাতে উন্মুখ কোন্ সে গৃহের মানুষ মাত্র ?
নিমেষের তরে উন্মনা হলে কোথা জ্বলে শাপঅগ্নিকুণ্ড
কে কোথায় তোষে অভ্যাগতেরে প্রদানি নিজের তনুজ মুণ্ড ?
কাহাদের গৃহে আসেন শ্রীহরি, হইয়া অতিথি কুষ্ঠগ্রস্ত ?
সে যে গো আমার বঙ্গের গৃহ—অতিথিসেবায় নিয়ত ব্যস্ত ।

তৃণ দিয়া মাথে কা'দের আশীষ রাজ্যেশ্বর হইতে নিত্য
কোথা অকাতর মুষ্টিভিক্ষা তুষিয়া হাজার ভিখারিচিত্ত ;

পত্র-চিত্র

এক কাঠা ধানে সাগরকড়ির ঝাঁপিটি কাদের লক্ষ্মীমূর্ত্তি
বিধবাগণের শুচি-প্রসন্ন, নিষ্ঠাতে চির প্রাপ্তস্ফূর্ত্তি ?
বার মাসে তের পর্ব্বে, দ্বিজের স্বস্তিপ্রসাদে পূর্ণ ধন্য—
সে যে গো আমার বঙ্গের গৃহ—ভুবনে এমন কোথায় অন্য ?

বালকে কাহারা দেখে নারায়ণ, গা ঢেলে সাগরে লভে সে পুত্র ;
জননী না হলে যেথা রমণীর ছিন্ন জীবনে সুখের সূত্র ;
বিবাহ যথায় পুত্রকন্মে—পাকাচুলে পরি সিঁদুর কর্ত্রী
ভাবিছে বসিয়া কবে সে দেখিবে নাতির নাতি যে স্বর্গে বর্ত্তি ;
দৌহিত্রেরে খাওয়ায়ে কে ভাবে দ্বাদশবিপ্রভোজনপুণ্য ?
সে যে গো আমার বঙ্গের গৃহ—প্রীতিভক্তির উপমাশূন্য !

উপায়ক্ষম যেমন পুত্র, পিতা লন্ ঘরে নাতির সঙ্গ
কুণ্ঠিত নহে পালিতে স্বজনে—হউক্ আতুর বিকলঅঙ্গ ;
সারা জীবনের অর্জ্জন কা'রা অকপট প্রাণে নিয়ত বণ্টে
বিত্তবিহীন আত্মীয়গণে ভাগ দিয়া, লয়ে আপন স্কন্ধে ;
ভৃত্যেরো সাথে আত্মীয়তায় কাহাদের গৃহ সুসম্বদ্ধ ?
সে যে গো আমার বঙ্গের গৃহ—প্রীতির অমৃতে অমর অন্ধ !

কোন্ গৃহে নারী—লক্ষ্মী শ্রী শক্তি কাষ্ঠা পরমা ঋদ্ধি ;
শিশু—আনন্দ ; আশ্রিতে আর আত্মীয়ে পালি তপঃসিদ্ধি ?
কোন্ মন্দিরে পূজারী পুরুষ, অবহিত থাকে বরানুসন্ধ,—
উরেন্ নিমাই শ্রীরামমোহন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ?
ধন্য সে গৃহ, বিশ্বের গুরু ধুলা খেলে শুয়ে যাহার কক্ষে
সে যে গো আমার বঙ্গের গৃহ—রতনের হার ভারতবক্ষে।

প্রিয়ার পত্র

ওরে আমার রাঙা কালির ভাঙা আখরগুলি
ওরে আমার আঁকা-বাঁকা প্রিয়ার হাতের তুলি—
একি চিত্র একি ছবি
আন্‌লি বয়ে প্রেম-পদবী,
রক্তমাখা কার এ হৃদয়, ওরে ও দূতকবি ?
কার এ তাজা তপ্তঅশ্রু, কার এ মৌন বুলি ?

ছত্র ছয়েক এই যে লেখা এতেই বোঝা যায়
কত আদর ভালবাসা তাহার বুকে ভা'য় ;
ব্যস্ত সে যে হাজার কাজে—
টিট্‌কারি লাজ ভীড়ের মাঝে—
একটু যেমন ছুটি পাওয়া—দুপুর নিশীথ সাঁজে
অম্‌নি লেখা একটু খানিক্ গোপন ব্যস্ততায়।

দুপুর বেলা কাজের শেষে সবার কাছে বসা
ঘুম পাড়িয়ে অম্‌নি তাদের লুকিয়ে ঘরে পশা ;
সচকিতা রুদ্ধদ্বারে —
গাঁথ্‌তে হৃদয় কথার হারে
গভীর ব্যথা ব্যাকুলতায় বাঞ্ছা ফুটাবারে।
আঁকা-বাঁকা অক্ষরে তাই জানায় তাহার দশা !

কিম্বা যখন দিনের শেষে সন্ধ্যা দিবার ছলে
ঘরে ঢুকে একটু লিখে রাখা বালিশ তলে—
তেলের দাগে তাই প্রকাশে,
গন্ধ এ তার চুলের বাসে ;
নিশীথ রাতের ঘুমে-ঢুলা শ্রান্তহাতের ফাঁসে,
আখরগুলি জড়িয়ে গেছে, ভিজে চোখের জলে ।

বানাণ্‌ ভুলে, কথা পড়ে'—গর্ব্ব তারি ঘোষে,
তন্ময় সে, তাহার চ্যুতি ধর্‌বো কিবা দোষে ?
নাই বিনানো কথার ছাঁদ
কথায় হাতে-দেওয়া চাঁদ—
বনের পাখী আমার সে যে দেখেও নি সে ফাঁদ !
(তার) লেখার চেয়ে অলিখিতই মর্ম্মে যে তাই পশে !

অনবসরের এই অবসর, চির-ভীতার স্পর্দ্ধা,
কুণ্ঠিতার এ আত্মপ্রকাশ ছিঁড়ে লাজের পর্দ্দা,
বিদ্যাহীনার সরল উক্তি,
বন্দিনীর এ ক্ষণিক মুক্তি,
এ যে চোরের বড় বমাল, নিষেধসাথে চুক্তি,
সরল চিতের তরল ছল, হীরার গায়ের গর্দ্দা !

বিরহস্বপ্ন

কর্ম্মহীনা লজ্জাহীনার নয় এ বিনোদ পত্র
ছয়টি দিনের সেবাশ্রান্ত সময় এ ছয় ছত্র !
কখন্ কোলে, বক্ষতলে,
লুকোচুরির লক্ষ ছলে
রচিত এ পত্রখানি আদর সোহাগ গলে,
বধুর চিত্ত মধুর রসে, মধুর প্রিয়ার পত্র !

বিরহস্বপ্ন

বাঁধন সেরা বাঁধা প্রিয়ার সুকোমল
মৃণালবাহুডোরে,
স্মৃতির সেরা স্মৃতি দু'ফোঁটা আঁখিজল
বিদায় নিশাঘোরে !
শাসন সেরা সেই নীরব অভিমান
আঁচলে মুখ ঢাকা ;
ছাড়ন নাহি যায় চাহনি-বেড়া ঠাঁই
বিরহব্যথামাখা !
রূপের সেরা রূপ ললিত দেহলতা
আনত নতিকরা
গানের সেরা গান প্রবাসে তারি কথা
সতত মনে-পড়া' ।

সে

নহে সে তো অসামান্যা, জ্যোতির্ম্ময়ী রূপের বিজুরী
জ্বালাময়ী ধধূপের মত,
নহে সে তো দোষশূন্যা, নিরুপমা কেবল মাধুরী—
কল্প-লোক-বাসিনী-কল্পিত !
পাদক্ষেপ-ক্ষেপণীতে তাঁর, ভরা তনুতরীখানি
নৃত্যতালে নহে বিলসিত,
কণ্ঠস্বরে ঝরেনাক', মোহ-মদ-গীতি-ময়ী-বাণী,
কোকিলের কাকলি ললিত !

হাস্যে তার সুর-স্বপ্ন উদ্ভাসিয়া বুঝি বা উঠেনা
নাহি দেহে পদ্মের সুবাস ;
মিলন-তৃষ্ণায়, গুরু বিরহের উষ্ণায় ফুটেনা
প্রণয়ের কৃত্রিম উচ্ছ্বাস !
বাদলে পাগল হয়ে অশ্রুজলে থাকেনা তন্ময়
গুরুজনে করি অবহেলা,
প্রেমের রাজস্ব তার কথাচ্ছন্দে শোধ নাহি হয়
পরিপূর্ণ মিলনের বেলা !

সে

সে আমার রূপহীনা—গৃহকার্য্যে ধূলায় মলিন,
বক্ষে বাঁধি বসনঅঞ্চল—
মাঘে তার শীত নাই, জ্যৈষ্ঠে দ্বিপ্রহরে ক্লান্তিহীন,
নাহি মানে রৌদ্র বা অনল!
গৃহ ও অতিথি তরে অন্নপূর্ণ-অন্নজলকরে
ব্যস্ত সে যে আপ্রাত-নিশীথ,
কণ্ঠে তার সান্ত্বনা ও করুণার নিত্য মধু ক্ষরে
জীয়াইতে ক্ষুধিত তৃষিত!

হাসি তার সুশীতল, শব্দহীন, শুভ্র সরলতা,
সর্ব্বঅঙ্গ সরমসুন্দর,
বিরহে দেবতাদ্বারে নিবেদি সে মর্ম্মআকুলতা
নিত্য পতি-কল্যাণ-কাতর!
মিলনেও তার সেই দৈন্যভরা মৌন নিবেদন
সেবারাগে রাঙা চিত্তখানি,
নহে দেবী, নহে সে গো শকুন্তলা উর্ব্বশী যেমন-
সে যে এক ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য প্রাণী।

বিদায়

বিদায় একান্ত যার তারে কেন মিছে ধরে' রাখা ?
তবু কেন ত্বরা এত ? কেন এত ফিরে-ফিরে ডাকা ?
বিদায় প্রতীক্ষা করি বিলম্ব এ মৌন ভুজবন্ধে
রাখে যবে অবসন্ন শিরটুটি এ উহার স্কন্ধে
যুগ যুগ যদি চলি যায়
শুভলগ্ন তবু না ফুরায় !

নিষ্পলক চারিনেত্রে নয়নের কি দুর্ভিক্ষ-ক্ষুধা !
এ পরশে অলক্ষিতে এতদিন ছিল এত সুধা ?
বুকভরা এত কথা হয় নি যে একটিও বলা !
এবে নাই অবসর, মিলনের একি ক্রূর ছলা ?
উভয়ের এ মৌন মন্ত্রণা
মুহুর্মুহু মরণ যন্ত্রণা !

জীবনের পরিচয় অফুরন্ত অনন্ত অশেষ
তাও দিতে নিতে হবে মুহূর্ত্তেকে করিয়া নিঃশেষ !
হবেনা যা' হয়না যা', এ কয়া সে তারি আয়োজন—
যুগ্মচিত্তমন্থবিষ অশ্রুরূপে দেয় দরশন !
তপ্ত ওষ্ঠে চুম্বনের শিখা
বিদায়ের শেষরাজটীকা !

শুভযাত্রা

যাত্রা যাহার নাম
শুভ সেটা হ'ল কেমন করে ?
বিধিই যখন বাম
লগ্ন সেইটে বল্‌ব পাঁজি ধরে' ?
চক্ষে বহে অশ্রুধারা
বক্ষে দহে ঘোর সাহারা
কক্ষে রহে দেহ ছাড়া
প্রাণ যখন মোর জড়িয়ে সকাতরে—
তখন তুমি যাত্রা শুভ বল কেমন করে ?

দো'রটা যখন মাথে
আস্‌তে যেতে ঠেক্‌চে বারে বারে ;
জিনিষ রেখে হাতে
খুঁজ্‌তে হচ্ছে বাড়ীর চারি ধারে ;
এম্‌নি অসাড় শরীর যবে
ভুলো-লেগে গেছে সবে—
পথে যে তার কেমন হবে
এতেও কি গো বুঝ্‌তে কেহ নারে ?
শুভযাত্রা তবু তুমি বল্‌চ তো বেশ তারে !

বোঁচ্‌কা হল ক'টা
সকাল থেকে গোণাই নাহি হ'ল,
চার্‌টে আট্‌টা ছ'টা
বারেবারে গোলেমালেই র'ল!
এমন বাঁধা কষাকষি
তুল্‌তে তাও পড়্‌চে খসি!
চাবির গোছা কোথায় পশি
রইল কে তার সন্ধান দেয় বল'—
এমন ভুলোয় তোমার কি না যাত্রা শুভ হল?

যেতে হবে বলে'
যাবার যোগাড় হচ্ছে এসে থেকে;
যাবার বেলা হলে
এখন দেখ' নিচ্ছি বেঁধে ঢেকে!
আধ-ভেজানো দো'রের ফাঁকে
চাইছে কে ঐ একটা আঁখে?
মুহুর্মুহু আমায় ডাকে—
যাত্রা কি হয় বিনা দু'চোখ দেখে?
এই অশুভ—শুভযাত্রা বল্‌বে তবু একে?

ঝড় বাদলের দিনে
জলটা যদি তখন জোরে হয়—
পাঁজি পুথি বিনে
সেদিন আমার শুভই মনে লয়।

হাজার ছুতো নানান্ ছলে
ঢাক্‌তে যে চাই নয়ন জলে—
একটি ডাকে ফিরব' বলে'
চরণ ফেলি, কাণটা খাড়া রয়—
এ অবস্থায় যাত্রা শুভ বল্‌তে মনে লয় ?

মনটা সরে না,
খনার বচন—যাওয়াই উচিত নয় !
কেউ তো করেনা
তবু বারণ, এমন অসময় !
ব্যস্ততা সব, জোগাড় যত,
তাড়াহুড়ি, নানান্ মত
ইচ্ছে-করা এ ভুল শত,
যাতে এত মিথ্যে ছলা রয়—
লোকে তারে কেমন করে শুভযাত্রা কয় ?

বিদায়-মঙ্গল

যাবার সময় হাসিমুখে চাও
মুছে ফেল' আঁখিজল
দীর্ঘ প্রবাসআঁধার আমার
করে দাও উজ্জ্বল !

কণ্টক ঘন সঙ্কটময়
সঙ্গবিরল হেন নির্দ্দয়
পথে চলিবার অভয় আমার
এ পাথেয় সম্বল !

পিচ্ছিল করি ঢালিয়া অশ্রু—
বাধাবেড়া রচি বাঁকায়ে ও ভ্রূ—
পথটি আমার রুদ্ধ ক'রো না
খোল' বাহুঅর্গল !

মুখপঙ্কজে দিয়ে হাসি-ভূষা
ফুটাইলে,—হবে যাত্রার ঊষা !
শেষচুম্বন—তিলকে কর'গো
যাত্রা সুমঙ্গল ।

বিরহে

ওগো কেমনে পরাণ ধরি ?
সবাই হেথায় তোমারি কথায় আছে বাড়ীঘর ভরি !
বেড়ের বাগানে কোন্ কোন্ গাছ রোপিয়াছ তুমি বলে সবে আজ
কবে শৈশবে পাঠশালা হতে লুকায়ে পলায়ে আসি,
যেপেছিলে সারাদিন আম পাড়ি, আরক্ত মুখে সাঁজে ফেরা বাড়ী
জননীর তা'য় কঠোর শাসন, ক'ন তিনি হাসি হাসি !
আমি আন্‌মনা ভাবে শুনে শুনে হই তন্ময় চিন্তায়
ওরা এক ডাকে কেউ জবাব না পেয়ে করে মোর নিন্দাই।

ডাগর বড়ির অম্বল হ'লে ভালবাসিতে যে তুমি সবে বলে
সেদিন আমার কি যে দশা হয়— কেমনে বলিব, নাথ ?
দেখিতে না পাই জলভরা আঁখে যেমন খাবার তেমনিটি থাকে
সুধালে ননদী ঝালের অছিলা করি ধুই মুখহাত।
সব পড়শীরা কয়, বউটি দেখায় রোগা কেন দিন দিন ?
ওগো আমার রোগের কাহিনী তাদের বোঝাতে শক্তিহীন।

সংসারটির সব কায করি, দিন রাত খাটি তবু থাকে পড়ি
তবু মনে হয় কোন কায নাই—দিন যেন নাহি যায় ;
মাথার কাপড় খসে' পড়ে আজ তুলিতে তাহারে নাহি আওয়াজ
উঠানে দাঁড়ায়ে চুল শুকানোতে, নাহিও অন্তরায় !
রান্নাঘরের কানাচেতে যেথা আগে শুকাতাম মাথা,
এখন সেখানে যাবার জো নাই এত জমা ঘাসপাতা !

খিড়্‌কিদুয়ারে পেয়ারার গাছে এবার প্রথম ফল ধরিয়াছে
যার তলে আমি নেয়ে' এসে নিতি শুকানো কাপড় লাগি
দাঁড়াতাম, তুমি চকিতে চাহিয়া, যাইতে সরিয়া উঠান ছাড়িয়া,
সেখানে এখন হইয়াছে জড়' বাড়ীর ঝাঁটানো মাটি !
বন্ধুরা তব এই পথে যায় সুধায়ে কুশল তব
তাদেরে এখন এত ভাল লাগে কেমনে আমি তা' ক'ব।

দাওয়ায় বসিয়া এবে চুল বাঁধি গৃহকোণ মোর মরিতেছে কাঁদি
দেখে আরসীতে এই পোড়ামুখ চোখ ফেটে পড়ে জল ;
সেই পালঙ্ক, সেই সে শয্যা, সেই ঘরে-ঢুকা নাহি সে লজ্জা
নাহিক আবেশ, বাধ'-বাধ' ভাব, ঘোমটা টানার ছল !
নাহি দুরুদুরু পুলক বক্ষে সংকোচ সুমধুর
নাহি শিহরণ প্রীতির বেপথু, শুধু হাহাপরিপূর !

নাহি আশঙ্কা ভয় ও ভাবনা এবে কোনও কায খারাপই হোক্ না
কেউ নাই মোরে করিতে নিন্দা—কেমনে এ ভাবে থাকি,
আমারে লক্ষ্যি হাসি মুখে আ'র সরস ঠাট্টা নাহিক' কাহার,
সেই জড়'-সড়' ভাব ঘুচে গিয়ে, উড়্‌-উড়্‌ প্রাণ পাখী !
চিরপরাধীনে স্বাধীনতা কিগো এ হেন যাতনা ঘোর ?
লও এ মুক্তি দাও বন্ধন—মুছাও নয়ন লোর !

সারাদিন তুমি থাকিতে ভিতরে রাগিতাম তা'য় মিছে ছল করে
"ওদিদি বারেক যেতে বল সরে'"—বলিতে ছিল কি সুখ!
প্রাণের কথাটি বুঝিতে দয়িত আরো কাছে-কাছে ঘুরিতে নিয়ত,
আমাতে কি আমি থাকিত তখন? হ'ত নানা ভুল চুক্!
অকারণে হত অপচয় কত শুনিতাম শত গালি
সে ছিল আমার জীবনের সুখ দেবতার বর ডালি!

সারাদিন পরে নিশুতি রাত্র সেই যে মিলন ক্ষণিক মাত্র
তাই যে আমার সব সেরা সুখ—সেই টুকু নাই বলি,
এ জীবন আজি গুরু ভার মম নবযৌবন অভিশাপসম
সব সুখ মোরে করে পরিহাস—রসহীন এ সকলি।
তোমাছাড়া এই জগত তিক্ত, তোমারি পথটি চাওয়া—
এই কি বিরহ? এযে অহরহ বেঁচে-থেকে মরে-যাওয়া।

আসন্নমিলনে

আজ্‌কে বৌঠান্ তোমায় যেন লাগ্‌চে কেমন তর,
সকাল থেকে সকল কাযে চট্‌পটে যে বড় ?
অধরপাত্র ছাপিয়ে পড়ে হাসি
দুধের ফেনার মত,
চোখের তারাও ফির্‌চে অভিলাষী
এ দিক্ ওদিক্ শত !
নিঃশ্বাসটিও পড়্‌চে জোরে জোরে—
পায়ে ধরি ও বৌঠান্ কওনা কেন মোরে !

ঠুক্ আজ শব্দ হলেই কান্‌টা কর্‌চ' খাড়া,
উঠানটাই বা সকাল থেকে এত কেন ঝাড়া ?
ঘরটি তোমার করেছ' তক্‌তকে
বেশ তো ঝেড়ে মুছে
মাক'সার জাল প্রদীপের ঝুল থেকে—
এ কোন্ পরব বুঝে ?
শাড়ীখানা দাদার পূজার, নয় ?
তাই ত!   হঠাৎ কেন এ সখ, এমন অসময় ?

ষোল মাসে বছর ছিল যাহার ক'দিন আগে,
হঠাৎ তার আজ উল্টা চা'লে কার না ধাঁধাঁ লাগে ?
মুখ্‌টি তোমার থাক্‌ত সদাই ম্লান
হাজার মুনে' ভারী
চোখে ছিল ঝারার জলদান
মোতিঝিলের ঝারি !
আজ বুঝেচি সে সব তোমার ছল—
রূপকথাতে ভুলিয়ে আমায় ঢাকৃতে চোখের জল !

পাঁচ ডাকের কম কাড়্‌তে না রা', তা'ও আবার কেসে ;
একটি দিন ও আদর করে কওনি কথা হেসে !
বাস্‌তে ভাল থাক্‌তে একা ঘরে,
গেলে বেজার হ'তে,
জবাব দিতে ভাঙা গলার স্বরে
সাম্‌লে নানা মতে !
দাদা গেলেই এম্‌নি বরাবর
গুরুমশায়ের মতন তুমি হওগো ভয়ঙ্কর [

দাদা যখন বাড়ী থাকে তখন বুঝি ভয়ে,
(পাছে আমি এ সব কথা দিই দাদাকে কয়ে')
করা হয় খুব আমার খোসামুদী
"ঠাকৃপো" "ঠাকৃপো" করে ;
বল্‌ব এবার দাদা এলে—"বৌদি'
তুমি গেলে পরে
একটুও না ভালবাসে মোরে—"
দেখো তাতে দাদা কেমন চট্‌বে তোমার পরে !

আজ সকালে দুই কথাতে এক হ'ল তাই দেখে,
দু'বার তোমার হাত ফস্‌কে বাটি-পড়ার থেকে,
মা বল্‌চেন আস্‌বে দাদা আজ।
আসার আছে কথা ?
ওহো তাইতে বুঝি তোমার এমন সাজ
হঠাৎ প্রফুল্লতা ?
তাই শুকনো জটার মত চুল
তেল্ চুক্-চুক্ কর্‌চে এমন ? আমারি যে ভুল।

মিলনসন্ধ্যায়

আজিকে কেন মোরে   কত যে কায
      করিতে হবে ভাবি তাই,
এ মন-পীড়া যে গো   কহিতে লাজ
      অথচ কায নাহি পাই!
            দীঘির ঘাটে গিয়ে ফিরি ত্বরিতে
            গামোছা ফেলি ঘাটে আসি বাড়ীতে ;
কে যেন মোর তরে   অপেখি আছে ঘরে
      আমি যে বধূ ধীরে চলিতে হয়—
      কিছুতে মনে আজি নাহিক রয়!

গৃহের কাযে মন   লাগে না মোটে
      যা' করি এলোমেলো তাই,
এঁটোটি না ঘুচায়ে   পুকুরঘাটে
      ভোজনশেষে ছুটে যাই।
            ডুমুরআতাজামবাঁশেতে ঘেরা
            পুকুরপাড় হ'তে বাব্লাবেড়া
আ'লের বাঁকা পথে   কে যেন দূর হ'তে
      আসিছে দ্রুত পদে এ বাড়ী পানে—
      বলিয়া বারেবারে নয়ন টানে!

ঢাকিতে চাহি যত প্রাণের কথা
সকলে তত বুঝে লয়,
কেন যে কাঁপে হাত, রাঙিয়া উঠে
কপোল কাণ অসময়।
ঠাট্টা যদি কেউ এ লয়ে করে
সরমে মরে যাই কথা না সরে!
মিথ্যা দিয়ে শত বুঝাই নানা মত,
যদিও ধরা পড়ি তখনি বটে—
আসল কথা তবু মুখে না ফোটে!

কি যেন হয় নাই কি কায সবি
রয়েছে বাকী সারিবার,
মনেও পড়ে না কি বোঝার মত
হৃদয়ে রহে গুরুভার!
হয়ত আসিয়া সে দেখিবে তাই
আমার আয়োজন কিছু যে নাই!
অক্ষমতা তাই ঢাকিতে এত চাই
বৃথা আড়ম্বরে ব্যস্ততায়—
সুখ কি দুখ এ যে বোঝাই দায়!

যেমনি আসিবে সে অমনি সবে
তারে যে আগে ঘিরে নিবে
সোহাগে-সমাদরে চুমাতে স্নেহে
প্রবাস-দুখ ঝাড়ি দিবে!
উপোসী পিপাসিত এ চিত মোর,
কি যে সে কাতরতা বেদনা ঘোর—
বুঝিবে বল' বা কে? দেখিব দ্বার-ফাঁকে!
অধীর হ'য়ে ক্ষণ-গণনা করা'—
নদীর তীরে যেন পিয়াসে মরা!

হা বধু ব্যথা তোর সবার বেশী,
সবার চেয়ে বুঝি, ভাই!
তাই কি তোর বেশী ছলনা হেন?
এ বিনা বুঝি গতি নাই?
প্রেমের নিকষ কি বধুর ছল
অধরে হাসি রাগ, নয়নে জল?
কে জানে অত শত সময় যায় যত
হৃদয় দুরু-দুরু করিছে তত,
অধীর ব্যাকুলতা জাগিছে শত!

মিলনে

বাড়ী যখন আসেনিক' ভাই সে,
কতই মনে হ'ত—
এম্‌নি করে' পাড়্‌ব' অমুক কথা,
কর্‌ব ছলা কত!
এই কথাতে বল্‌বে সে এই কথা,
হাসির রাগের কর্‌ব কপটতা,
লুকোচুরির নিকষ শিলায়, আমি
কষ্‌ব' প্রেমের ভাতি—
ভাবের মানের প্রগল্‌ভতায় হবে
মধুর মিলন রাতি।

কল্পনার সে লাখ' কথার ডালি
কোথায় গেল আজি?
কি মন্তরে উড়িয়ে দিল, ভাই,
কেমন এ ভোজবাজি?
হাতটি ধরে' সেই যে সম্ভাষণ
দিতে আমায় পার্শ্ব শয্যাসন,
সেই যে আদর, ছোট্ট নিমন্ত্রণ,
সেই যে ব্যাকুল চাওয়া,
সেই যে চুমায় পড়্‌লো মুখে চাবি—
অম্‌নি ভুলে যাওয়া!

সত্যি, দিদি, নিত্যি মনে করি
আজ্‌কে ক'বই কথা ;
বেশই বুঝি—নইলে প্রাণে তাঁর
বাজে বিষম ব্যথা !
মনে করি, সুধাব' আজ ঘরে
চিঠি দিতে দেরি কেন করে ?
মন-কেমন কি আমার তরেও করে ?
এম্‌নি ব'কে বাজে—
দেখাব' তাঁয় কত ভালবাসি,
কিন্তু নারি লাজে।

কিম্বা ভাবি কর্‌ব মজা খুব,
বল্‌ব—বুঝি মোরে
পছন্দ আর হয় না মোটেই তব—
আওয়াজ ভারী করে' !
বিরুদ্ধে এর বল্‌বে কতই সে যে—
শুনে আমার উঠ্‌বে হৃদয় নেচে ;
কিম্বা যদি ঘুমায় সে-ই আগে,
মানের চোটে না—
কত কথাই শুনিয়ে দিব—কিন্তু
বলাই ঘটে না !

এ কি, সখি, এমন কেন হল,
কথা গেল হরে'?
আমি যেন কেমন হয়ে গেছি—
বাঁচব' কেমন করে'?
চেঁচিয়ে খানিক কাঁদি ভাবি কভু,
কিম্বা হেসে এ ভার করি লঘু!
হচ্ছে মনে—দেখ্‌চি স্বপন যেন,
কিম্বা কোথাও এসে
হয়ে গেছি নতুন মানুষ এক
ঘুরচি হাওয়ায় ভেসে!

এ কি, দিদি, এ সব তবে কি?
এমন কেন হ'ল?
এই কি মিলন? এই কি সুখের সেরা?
বল', দিদি, বল'!
বিশ্বে সে মোর বড়ই আপনার—
কারণ কি গো এমন ভাবনার?
সে-ই আমার একান্ত নির্ভর,
জীবন, মরণ, আশা,
মৌন মুগ্ধ আত্ম-নিবেদন
এই কি ভালবাসা?

পরিণীতা

কি করে বুঝাব' লো নিজেই বুঝি না যা'
এর কি কোন' কথা বুঝাবার ?
আসুক্ আগে বর বুঝিবি তারপর,
কেন সে পর-ঘর আপনার !
শুধু কি আপনার ? সবি তো এ আমার
কাপড়-গহনাদি এ ঘর-সংসার—
তা' বলে সে কি মোর এদেরি মত কিছু
আপন বলিবার ?
এবে তা বুঝিবি না—না পেলে জানিবি না,
কত সে আত্মীয়, দরদ কি যে তার !

হাসিস্ কেন সখি ? আমার মত হতে
তোরও তো আর বেশী দেরি নাই
আমিও তোরি মত বছর চারি আগে
এ শুনি ভাবিতাম ছলনাই !
খেলার সাথী ছেড়ে পরের ঘরে যাওয়া,
সকল নূতনের সঙ্গে মিশ্-খাওয়া,
বচন চুপি-চুপি চলন ধীরে ধীরে,
বিনয় সব ঠাঁই,
পিপাসা ক্ষুধা পেলে চাহিয়া খাওয়া মানা—
সৃষ্টি-ছাড়া কথা, বিবাহ কি বালাই !

বাজনা বেজে বিয়ে পাল্কী চড়ে' যাওয়া
কিশোর-কল্পনা ছিল মোর!
পাড়াতে বধূ এলে দেখিতে ছুটিতাম
হ'ত না খেলা খাওয়া দিনভোর!
কত যে মনে হত নবীন বধূ দেখি
সে যেন যে-সে নয়, মহিমা তার যে কি!
প্রতিটি কায তার গোপনে পরখিয়া
নিরখি যেন চোর!
বধুর কাছে থেকে তা' সনে কথা কয়ে'
পড়িত বাঁধা চিত—স্নেহের সে কি ডোর!

কহিত নব বধূ কত না কথা ব্যথা,
থাকিত আঁখি-জলে নিশিদিন!
আমার সখি সেটা ঠেকিত বিসদৃশ
"এ কি এ বোকা মেয়ে বোধহীন?"
তখনি মনে হত এ যে রে পরঘর,
টিকিবে কেন মন? লাগিছে তাই ডর!
দেখেছি কনে'কেও শ্বশুরবাড়ী যেতে
কাঁদিতে ভূমিলীন—
হাঁ ভাই, হবে না তা'? ছাড়িয়া পিতা মাতা
অপরিচিত মাঝে হইতে পরাধীন?

অষুধ তিত' লাগে প্রথমে মুখে দিলে
তাহাতে ব্যাধি পরে সেরে যায়,
প্রথম বন্যার জল সে ঘোলা কত
শেষে ত' সেই জলে প্রাণ জ্বায়!
প্রথম পতিঘর আমিও গেনু যবে
ভাবিনু পিতামাতা কঠিন কত হবে
কে জানে কোথাকার দেখিনি কভু যারে,
মোরে নে' যেতে চায়?
বাপ মা নিকরুণ দিতেছে হাতে ধরি?
কে বুঝে বালিকার কাতর যাতনায়!

শ্বশুরঘরে গিয়ে সতত মনে হত
খাঁচাতে পাখীদের কি যে দুখ,
নাহি সে খোলা মাঠ নাহি সে পথ ঘাট
নাহি সে চেনা বাট, চেনা মুখ!
আঁচলে কটি বেড়ি নাহি সে ছুটোছুটি
তুচ্ছ কথাতে সে হাসিয়া লুটোপুটি
দীঘির জলে সেই কলস বুকে দিয়ে
সাঁতার দেওয়া সুখ,
পথের ধূলিগুলি উড়ায়ে মুঠি-মুঠি
হাসিয়া পথিকের নেওয়া সে গালিটুক্।

সকাল হতে সাঁজ নাহি সে বৃথা ঘোরা
হেথা ও হোথা সারা দিনমান,
ঘরে না-থাকা হেতু শাসন শত মা'র
ভাবিতে ভরে যেত মন প্রাণ!
ভাইটি কোলে নিতে করিয়া কত ছল
খেলিতে পালাতাম—তা' ভেবে আঁখিজল
বাধা না মানিত রে, গুমরি মরিতাম,
পরাণ আনচান্—
মরমদাহী ব্যথা ফুকারি না কহিলে
কি যে সে নিদারুণ করি তা' কি বাখান্!

বাড়ীর কেহ যদি যাইত পতিবাসে
গাঁয়ের কত কথা পুছিতাম—
অকেজো' বাজে সবি এখনি বাড়ী গেলে
হয় ত ভুলে যাব, বুঝিতাম!
তবু ও একই কথা উলটি পালটিয়া
সুধাতে চিত মোর উঠিত ব্যাকুলিয়া,
দাসীর কাছে বসি, বেদনা নিবেদিয়া
এ আঁখি মুছিতাম—
নে' যেতে যেন মোরে শীঘ্র আসে লোক
কহিতে জননীরে কত না সাধিতাম।

এখন হাসি পায় সে-দিন স্মরি মোর
ভাবি কি নির্ব্বোধ নারী জা'ত!
পরশ-মণি যেই পরশি সোনা হই
যা' পেতে যুগ-যুগ প্রাণপাত!
চিনিনি তাহারেই? চিনেছি এবে তা'য়,
হারানো ধন পেলে আর কি ছাড়া যায়?
পেয়েছি তাঁরি মাঝে পিতা ও মাতা সখী
জগত সব সাথ!
এবে যে পতিঘর ছাড়া মরণ মোর,
পেয়েছি প্রেয় দিয়া প্রেয় ও শ্রেয় নাথ!

প্রিয়ের পত্র

মূল্য ও তোর বুঝ্‌বে কি বা স্বামী ?
বুঝ্‌বে সে একজনা !
তিনি তো এই লিখেই খালাস, সে যে
কর্‌চে উপাসনা।
চিঠি লিখে জবাব পেতে
সাধ্‌চে সে যে দিনে রেতে
এই ছ'টা দিন কোনও মতে
গেলেই পাবে তো'কে !
তোর এ কালি প্রীতির আঁজন হবে
বিরহিনীর চোখে।

তোর আশাতে সে যে বাসে ভাল
হিরু পিয়নটাকে,
ডাকটি নিয়ে কখন আসে বলে'
পথটি চেয়ে থাকে !
মুগ্ধ চিত্ত পরাণ মন
পড়্‌বে চিঠি যতক্ষণ
প্রণয় সোহাগ নিদর্শন
পাবে শত শত—
পতি তারে ভালবাসে ভেবে,
তন্ময় সে কত।

ওরে লিপি, ওরে কাগজখানি,
প্রীতির কবচ, ওরে,
ওরে দূতী, কিসের লাগি প্রিয়া
প্রতীক্ষিছে তোরে ?
লেখা তো এই ক'টা কথা
এর তরে এই কাতরতা ?
অর্থ তো এর খুবই সোজা
এতেই প্রিয়া সুখী ?
যত্ন করে রত্ন ভেবে এরেই
করবে লুকোলুকি ?

বাড়ীর রাখাল, কৃষাণ, ছেলের দল,
ত্যক্ত হ'য়ে যাবে—
সকাল থেকে জবাব দিতে দিতে
ডাকটা কখন পাবে !
বিলির দেরি সয়না ক' তার
বাজ্‌লে ঘুমুর হরকরাটার
ডাকখানাতে লোক পাঠাতে
করবে কবুল ঘুষ—
তাদের সাথে লুকিয়ে চুপি-কথায়
থাকবে না তাঁর হুঁশ !

বাড়ীর লোকে পাবেই কতক টের
ভাবখানা তার দেখে—
ছেলেদের সাথ এত কিসের কথা,
আড়াল পানে ডেকে ?
কান-খাড়া তার সকাল হ'তে
ঘন ঘন চাওয়া পথে ;
সদাবন্ধ সদর দো'রের
এক পাটি আজ খোলা—
ডাকের আওয়াজ নাই যদি পায়,
দেখ্‌তে পাবে ঝোলা ।

চিঠিখানি পাওয়া মাত্র হাতে
উজল হবে মুখ,
কি মহার্ঘ রত্ন সেটি যেন
এম্‌নি পাওয়ার সুখ !
কায কি কোথাও রাখ্‌লে পরে
কি জানি কেউ চুরিই করে,
কাযের সময় না পায় যদি—
এই ভয়েতে প্রিয়া—
রাখে তারে লুকিয়ে কাপড় তলে,
নাচ্‌চে যথা হিয়া ।

সেদিন তাহার খেতে হবে ভুল,
থাক্‌বে খাবার পড়ে',
তাড়াতাড়ি থির্‌ কর ঘাট সেরে
ঢুক্‌বে মায়ের ঘরে।
পাকাচুল তাঁর তুল্‌বে বলে'
ঘুম পাড়িয়ে কেমন ছলে,
হাল্কা পায়ে আস্‌বে চলে'
নিজের কুঠারিতে—
দেখ্‌তে খুলে·সে এই লেখা চিঠি
স্তব্ধ দুপুরটিতে।

কতক কথার মানেই বুঝ্‌বে নাক'
হতাশ নহে তায়,
হয় ত এমন টানা লেখা তার
পড়াই হবে দায়!
হাতের লেখা, ভাষার বাহার
এ সবে নাই লক্ষ্য তাহার,
বুঝুক কিম্বা না-ই বুঝুক
চিঠি পেলেই হ'ল!
সুরুর শেষের পাঠ দু'টিই যে তার
মর্ম্মে গাঁথা র'ল।

ছোট্ট চিঠি হবার জো'টি নেই,
বড় হওয়াই চাই,
নৈলে সে যে কর্‌বে অভিমান
পড়্‌তে পারুক্‌ না-ই।
যেমন ছুটি রাত্রি দিনে
পড়্‌বে তবু আখর চিনে ;
পড়ার নেশায়, বিভল সুখে
সে দিন বধূর, হায়,
বন্ধ হবে সন্ধ্যায় গা ধোওয়া,
অসুখ অছিলায়।

ওরে বন্ধু, পতির প্রীতির ডাক,
ভরসা অবলার,
প্রিয়ের পত্র, ওরে মানস মরাল,
পরম দেবতার !
বধূর সকল সোহাগ প্রীতি
কর্‌বি আদায় প্রতিনিধি !
আঁখে বুকে বুলাবে তো'য়
সুখের অসীমার ;
প্রিয়ের আদর স্মৃতি হয়ে চির
থাক্‌বি পেটিকায়।

বন্ধ্যার ব্যথা

তোমাদের ও কেমন ধারা কথা!
ওগো পুরুষ বারেক বোঝ' নারীর মন-ব্যথা!
বল্‌বে তুমি—"খরচা বাড়ে তা'তে
কিম্বা এখন কায কি ও কথাতে;
মিথ্যা কেন ভাবনা ডেকে আনা?"
তফাৎ যে সেইখানে
মায়ের মনটি পেতে যদি, বুঝ্‌তে তাহার মানে!

তবু যদি ধর্‌তে হ'ত পেটে,
পাঁচটি বছর মায়ের ব্যথায় কর্‌তে মানুষ খেটে!
ভুলে আপন দুঃখ লজ্জা রোগ
তুচ্ছ করে' সকল সুখভোগ,
দাসীর সেবা, রক্ষা দেবীর মত
কর্‌তে যদি হ'ত,
তবেই তুমি বুঝ্‌তে আমার সুখের দুঃখ কত!

বত্রিশ পাক নাড়ীর বাঁধন ছিঁড়ে,
মাগি যারে রাত্রিদিনে আস্‌বে না সে কি রে?
যারে পেতে মরণসাথে যুঝে,
বুকের রক্ত মুখে যাহার গুঁজে,
সেই মায়েরাই ছেলের দরদ বুঝে,
সে তার প্রাণাধিক্—
ওগো স্বামি, বারেক তুমি দেখ্‌চ' না সে দিক্!

সবাই দেখ' সুখে কাটায় দিন—
ছেলের খাওয়ায় নাওয়ায় ধোয়ায় শ্রান্তিআলসহীন!
খোকার দুধটি শিকের শোবার ঘরে,
খোকার শয্যা শুকায় দাওয়ার পরে,
কাঁদলে ছেলে হাজারো কায ফেলে
বক্ষেতে লয় তুলে,
লক্ষ লোকের মধ্যে বসেও থাকে সে সব ভুলে।

ছেলের তরেই খাওয়ার বিচার শত,
পাছে ছেলের অসুখ করে এই চিন্তাই কত!
যৌব-লীলার নূতন অভিনয়
তখন যে গো ছেলের নিয়ে হয়;
ছেলে যাহার কোলে যেতে আগে
বাড়াবে তার হাত—
বিনা মানে সসম্মানে জেতে যে সেই রাত।

তোমায় আমায় এত ভালবাসা—
সেও যেন হায় কেমনতর ঠেকচে ভাসা-ভাসা!
ঢুক্‌লে ঘরে চক্ষে আসে বান্‌
কোথায় সেথা ছোট্ট শয্যাখান্‌?
ঘরে তোমার এত জিনিষ, ওগো,
এত টাকার ধন—
নাইক' কেবল শিশুর কাঁথা হায় রে আকিঞ্চন।

যতই বয়স হোক্‌না আমার কেন,
গিন্নী হওয়া জোর করে সে, মানায় নাক' যেন!
একটি ছেলে থাক্‌ত যদি শুধু
মায়ের মাঝে লুপ্ত হত বধূ।
বাল্যকালের পুতুলখেলা থেকে
হয় গো যারা মা—
সত্যিকারের মা না-হওয়ায় কি তার যাতনা!

ভিখারীরা নেয়না আমার ভিখ্‌,
গরীব দুখী লুকিয়ে তারাও দেয় গো আমায় ধিক্‌!
শিশু কোথাও দেখ্‌তে পেলে হায়
অম্‌নি বুকে তড়িৎ খেলে যায়!
ঘরে মোদের নাইক ছেলে, ওরে,
ডাক্‌বে কে মা বলে'—
একটা কিছু, হে ভগবান্‌, দাও এ পোড়া কোলে।

সতীন

বাবা বলেন্—"দুঃখ কি তোর মা" ?
মাকে বলেন—"দেখ' যেন
বিন্থু চোখের জলটা ফেলে না !"
দেবেন্ টাকা বাক্স ভরে',
রীতিমত লিখে পড়ে'
স্বতন্ত্র এক বাড়ী করে'—
ভাই-ভা'জের সাথ কখন পরে হয় বা যদি মনান্তর,
করিয়ে দেবেন তীর্থ বহু ব্রত নিয়ম অনন্তর !

পুরুষ তিনি জান্‌বেন্ কি বা করে'—
কোন্ সে সুখের অভাব যে মোর,
পুণ্য সে কোন্ গেছে আমার হরে' !
নারীর কি আর পুণ্য আছে
থাইবে সে যে তাহার পাছে ?
মনের ব্যথা মনে পুষে
কায কি সে ছাই হেথায় হোথায় কেবল মিছে ঘুরে মরা—
তার চেয়ে যে হাজার ভাল এই দুয়ারেই দাস্ত করা !

রাগিস্ না বোন্, রাগিস্ না তার পরে,
আমারই বা রাগটা কিসের?
দাপিয়ে মিছে—উঠ্‌ব কি তার করে'?
তবু যে এই থেকে হেথায়
হুনের ছিটে নিচ্ছি ব্যথায়?
বাপের আদর চেয়েও ভাল
এই অনাদর ঠেক্‌চে কেন—আমিই সেটা বুঝ্‌তে নারি,
মালার মায়া ফুরিয়ে গেলেও ডোরটা কৈ আর ছাড়্‌তে পারি?

ভাগ্য কি কেউ দিতে পারে কা'রে?
ঠাকুর যদি কৃপা করেন
হারাণো ধন মিল্‌তেও ফের পারে!
বাপ করে' যা'ন্ কোঁদল এসে
শাশুড়ী তায় ফেলেন হেসে—
আমার কাছে দুইই সমান;
লৌকিকতার মাপকাঠিতে বাপ মা কেবল মাপ্‌তে চান্!
চুলোয় যাক্ সে দাবী দাওয়া, আমি জানি দয়ার দান।

বাপের মায়ের স্নেহের কুলায় থেকে
ছিনিয়ে এনে বনের পাখী,
পাঁজ্‌রা ভেঙ্গে পিঁজ্‌রায় ভরে' রেখে —
ছেড়ে দিলে ও আজ্‌কে যে তা'য়
পার্‌বে না সে যেতে কোথায়!
ঢুক্‌তে চাবে তাহার চির
বন্ধ-সুখের বন্দী-খানায়, প্রিয়ই খাঁচার আলিঙ্গন—
তাই তো এ ঘর ছাড়্‌তে নারি, বলুক্ লোকে যার যা' মন!

আমার প্রাণের প্রথম চেতনাতে—
যার পরশে এ অন্তর
খুল্‌ল দুয়ার, মোহন করাঘাতে,—
আলাপ হল যাহার সাথে—
উৎসবে ফুল-শয়ন-রাতে,
কত লাজে অভিমানে,
হাস্যে ছলে চোখের জলে লুকোচুরি গঞ্জনায়,
জোর করে' কি তাহার কথা ভুল্‌তে আজি এ মন চায়?

নিরবধি অধিকারের ঘরে
আজ্‌কে আমার প্রবেশনিষেধ—
এ দুঃখ আজ রাখি কেমন করে ?
সে দিন ছিল যেতে ঘরে—
চিত্ত আমার উঠ্‌তো ভরে',
সাধ্‌তো সরম পায়ে ধরে'
চুটকি মলের চুম্‌কারিতে, নন্দীরা পাশের ঘরে
দুপুর রেতেও দিত সাড়া, কত রসের আদর করে !

আজ সে পথে পা টিপিয়া যায়
আমার ঘরে আরেক জনা
চুপে চুপে কেঁপে কেঁপে হায় ।
আঁধার রাতি ঝাঁ ঝাঁ করে
সুপ্ত পুরীর মধ্যে পড়ে'
শুনি আমি ওদের আলাপ—
কভু দেখি যুগল হাসি জ্যোৎস্না রচে জানালায়,
মিলন সুখের শিহরণে কাঁপন উঠে তারায় তারায় ।

তাঁর কোনও কায করতে হলে আগে,
করতে হ'ত হেলার ভাণ,
আজকে যে তাই শ্রেষ্ঠ ব্রত লাগে।
দাসীর দাওয়া ও আজকে নাই।
বল্‌ব কি আর—যদিই চাই
কাচ্‌তে ছাড়া কাপড়খানি
অম্‌নি সতীন ছম্‌কে ওঠে—"পার্‌বে না গো দাও রেখে!"
এর চেয়ে আর নারীর ব্যথা বল্ দেখি বোন্ কোথায় ঠেকে?

মনে হলে আগে মরার কথা
ঠেক্‌ত আঁধার বিশ্বভুবন,
বাজ্‌তো বুকে বাজের মত ব্যথা।
যে সৌভাগ্য সুখের সনে,
জীয়নকাঠি ভাব্‌তাম মনে,
আজ যে তারে হারিয়ে ফেলেও
বেঁচে আছি এ আশ্চর্য্য! মাগি মরণ সকাতরে,
যারেই চাই সেই দূরে যায়—মরণও তাই গেছে সরে'।

শিশু

প্রেমসায়রের পদ্ম ওরে, মর্ত্ত্যভূমির নিমন্ত্রিত
নরনারীর চিরন্তন বাঁধন ওরে আকাঙ্ক্ষিত,
আদ্যা মহাশক্তির বীজ, জীবনতরুর নামাল্ ফুল,
মহাকালের রুদ্রতালে লয়ের একটি ঠেকার মূল।

জীবন ও তোর লোকান্তরের মৃত্যুসাগর মথন করা
এই জীবনের আরাধনায় মরণের দেশ আলোয় ভরা!
সৃজন-উষার শুক্রতারা, একটি চুমার হৃদয় তোর,
নিবিড় আলিঙ্গনের অঙ্গ, রূপটি আকিঞ্চনের ঘোর।

তরুণ দেহে ও শিশু তোর মায়ের বাঞ্ছা জড়িয়ে আছে,
মলিন মহল্লোকের জ্যোতি তোরও বিমল মুখের কাছে;
অধরপুটে হাসির সুধা, কণ্ঠে ভরা কান্নাবিষ,
তুই মহাদেব, ও নীল-কণ্ঠ সর্ব্বশুচি অহনিশ!

সৃষ্টির এই অক্ষয়বট তারি ছোট বীজটি যে তুই
ভাঙন-ধরা ধরার কূলে বসাস্ নগর কতই নিতুই!
রক্তবীজের মূর্ত্তি শিশু, একের ভিতর অনেক লীন,
তুই নারায়ণ পিতামাতা বর্ণজাতির বিচারহীন।

হাসিকান্নার রৌদ্রমেঘে তুই নন্দন মরূদ্যান
স্নেহপ্রেমের আল্‌বালে যে করিস্ নিতি সলিল দান,
মূর্খ পাপী তোদের হেরে নয়ন ফিরায় ঘৃণা করে'
পাওয়া স্বর্গ পায়ে ঠেলে, হাওয়ায় আর এক স্বর্গ গড়ে'।

স্বর্গ যদি থাকে কোথাও, যদিই সেটা পাওয়া যায়,
সে কি তবে চক্ষু বুঁজে হৃদয়হীনের কঠোরতায়?
স্বর্গকামী চায়না শিশু? সে যে তাহার বিষম ভুল
সুন্দর সে স্বর্গে যে গো সৌন্দর্য্যের পূজাই মূল।

জড়বাদী বুঁজুক্ আঁখি, মাংসপিণ্ড ভেবে তোরে,
মুক্তিবাদী বলুক্ যতই বন্ধন তুই ভবঘোরে,
মায়াবাদী করুক্ নিন্দা মিথ্যা স্বপ্ন তুচ্ছ বলে'
কবির কোলে তোর যে রে ঠাঁই দেবতাদেরও উচ্চ তলে।

শিশুর হাসি

কুন্দ ধবল দন্ত রাশির বেড়া
টুটে হাসি লুট্‌ছে অধর বেলাতে,
আলোকে তার ভেবে জ্যোৎস্নাধারা
খঞ্জনেরা মত্ত আঁখে খেলাতে।

হাসি তোমায় রাখ্‌বে ধরে' বলে'
অধর দু'টী করে আছে মন্ত্রণা,
পার্‌বে কেন রাখ্‌তে তারে ছলে?
রক্তরাগে তাই ও তাহার যন্ত্রণা!

জন্ম যাহার প্রাণের অতল তলে,
বিলয় যে তার নিখিল প্রাণের মেলাতে;
সে যে অনেক আপন করে বলে'—
তারে আপন কর্‌বে কে রে ধুলাতে?

হাসি সে যে প্রাণের লতার ফুল
ঠোঁটের বোঁটায় ফোটার তাহার ঠাঁই যে—
আনন্দ তার অসীম মৃণালমূল,
তুলনা এ ফুলের হেথা নাইরে।

অখিল ধরার ঠাকুর যে এক আছে
নিত্যরস-ধারার উৎসমুখেতে—
এ ফুল পড়ে তাঁরই পায়ের কাছে,
সবুজ তুলি বুলিয়ে মানববুকেতে।

খোকার মা

এখন আমার মোটেই সময় নাই,
আর কি আমার গল্প খেলা কর্‌লে চলে ভাই ?
বিষম জালে জড়িয়ে আছি প'ড়ে
ব্যস্ত থাকি সদাই খোকার তরে ;
আর কায মোর ছাড়িয়ে গেছেন্ সবে
শুধুই খোকার কায—
লাটাই ঘোরা ঘুর্‌ছি সারাক্ষণ
কাযের তবু অন্ত নেইক' আজ ।

ভাবিস্ তোরা আমি বসেই থাকি,
ছেলের ছলে গৃহের কাযে দিচ্ছি কেবল ফাঁকি !
এখন তোরা বুঝ্‌বি কি তা বোন্
ছেলে কোলে না হয় যতক্ষণ ;
বুঝ্‌বি তখন আমার মত হলে
আমার কথার মানে,—
এখন এ সব ঠেক্‌বে বটে' ছলা
তখন কিন্তু বুঝ্‌বি প্রাণে প্রাণে !

চিরদিনকার তোদের খেলার সাথী—
এতো আমি ভুলি নি ভাই—জান্‌চি দিবারাতি!
তবু আমার সদাই মনে হয়
আমি যেন সে-আমি আর নয়!
বৌটি সেজে ছোট্ট হয়ে থাকা
আমায় আর না সাজে;
হয়ে গেছি বয়স চেয়েও বড়
দশটী বছর এক বছরের মাঝে!

তাঁহার সোহাগ মাগ্‌তে হয় না আর—
খুলে দেছেন এখন তিনি প্রেমের কোষাগার!
আগে যেমন সারা দিনে রেতে—
চুরি করে' হ'ত আলাপ সেধে—
এখন সে সব ভেবেই হাসি পায়;
ফুরসৎ নাই মোটে—
কাযের কথাই কইতে জুটো তারে,—
সারাদিনই যদিও দেখা ঘটে।

তিনি এখন বিদেশ গেলে পরে,
লিখ্‌তে হয় না চিঠি তাঁরে দুয়ার দিয়ে ঘরে।
আস্‌তে জবাব আর সে দেরি নাই
আগের চেয়ে ঘন-ঘনই পাই;
নয় সে চিঠি তোদের বরের মত
প্রেমের কথায় ভরা;
সবার কাছেই যায় এ চিঠি পড়া!

ছেলের নাকি ঘুম পাড়ালে হয়
মা'র অবসর, যে বলে সে হাল্কা কথা কয়।
ছেলে যখন ঘুমায় ঘরের মাঝে
মায়ের তখন সোয়াস্তি কি আছে?
পাছে বাছার ঘুমটি ভেঙ্গে যায়,
পাছে উঠে কাঁদে,
রৌদ্রে দিয়ে ভিজে বালিশ কাঁথা
সারাটিক্ষণ কেবল ঘর আর ছাদে।

যোগাড় ক'রে রাখার প্রয়োজন
ছেলে কখন উঠবে বলে' সকল আয়োজন!
দুধের বাটি, ঝিনুকখানি মেজে,
কাজল পেড়ে, গামছাখানি কেচে;
বদ্‌লে শাড়ী (পিঁপড়ে লাগে বলে'
দুধের গন্ধ পেলে);—
জাগ্‌লে খোকা তারে নিয়েই থাকা
খাওয়া শোওয়া সকল কর্ম্ম ফেলে!

বেড়াতে তা'য় পাঠিয়ে দিলেও বোন্‌
মনটা যেন তারই পাছে ঘুরে অনুক্ষণ!
একটু কোথাও শব্দ হলেই, ভয়,
খোকা যেন কাঁদ্‌ছে মনে হয়!
কাণটা খাড়া, প্রাণটা সজাগ যেন
আছেই অবিশ্রাম!
নইক' বধূ, নইক' মেয়ে আর—
"খোকার মা" যে এখন আমার নাম।

শিশুর প্রভাব

বিরাট পুরী স্তব্ধ ছিল মাটীর বুকে মাটির মত,
শপ্তা অহল্যারি সমান হ'য়ে পাষাণ মৃত্যুহত।
নবীন প্রাণের দখিন হাওয়ায়
মুঞ্জরিল তরুণতায়;
কোন্ ভগীরথ আন্‌ল ডেকে করে' মধুর শঙ্খধ্বনি
মন-পাতালের সগর-সুতের শাপ-বিমোচন সঞ্জীবনী।

নিত্য দিনের হিসাব-করা নিক্তি-ওজন কাযের তুলায়
এই বেহিসাব ঘটায় কে রে, অকায দিয়ে কাযটি ভুলায়?
আমার জীবন-একতারাতে
হাজার সুরের সুর-ধারাতে
ডুবিয়ে দিল, তলিয়ে দিল, উঠ্‌ল বেজে নতুন সুর
যার গমকে মূর্চ্ছনাতে সারা বাড়ীই পরিপুর!

বসন্ত আজ মূর্ত্ত যেন গৃহের প্রতি ঘরে ঘরে
আগুন ভরা ছোট্ট পায়ের পাঁজে পাঁজে থরে থরে।
মধুর কলকণ্ঠ-স্বনে
বেণুর আভাষ মনের বনে
আস্‌চে ভেসে আকুল-করা পাগল-করা মোহন স্বরে,
স্বপ্ন-পরী-পুরীর মায়া ছেয়েছে আজ ভুবন ভ'রে!

পত্র-চিত্র

আল্‌নাতে আজ নেইক ঠাঁই ছোট্ট কাপড় জামার ভীড়ে,
আধ-ময়লা আধা-ভিজে কাঁথার মেলা রেলিং ঘিরে,
নতুন লোকের হুকুম নিয়ে
নতুন কাযে চাকর ঝিয়ে
ব্যস্ত তারা, বদ্‌-মেজাজে রকমারি ফর্‌মাসে,
অনর্গল তার প্রশ্ন-ভারে পণ্ডিতেরো জ্বর আসে !

কাপড় চাদর এলোমেলো, জুতার পাটি হারায় আজ,
এই ঝাঁট দেওয়া, এই ময়লা হ'তে নেইক' মোটেই ব্যাজ।
পথের পাথর নির্ব্বিচারে
বিছানার পর বারে বারে,
ধোয়া কাপড় মসীর স্পর্শে উঠছে রেঙে নতুন্‌তর',
বইয়ের পাতা কাগজ খাতা দোয়াত দানে হচ্ছে জড়'।

খরগোষটা খাচ্ছে কপি, রামা কোথায় গেল চলে',
সদাই নালিশ বিনা দোষে, বুদ্ধিহীনের আদর ছলে !
অসম্বদ্ধ শেখা কথায়
শ্রান্তি তার আর হচ্ছে কোথায় ?
সোহাগ চুমার সোহাগাতে হচ্ছে সোনা অপরিচয়,
পরিচয়ের রসান্‌ পেলে লজ্জা ভয় আর কোথায় রয় !

যে সব ঘরে বহু দিবস হয় নি কারো চরণপাত,
সেথা ও আজি হচ্ছে সবার ঘন ঘন যাতায়াত।
চটুল কপোত যে আঙ্গিনে
দিত সাড়া রাত্রিদিনে,
আজ্‌কে সেথা মানবকের কান্নাহাসির কণ্ঠস্বর
কান্ত কোমল কলরবে গড়্‌চে বিপুল স্বর্গপুর!

শিশুর চল চরণ-তলে ছন্দ নৃত্য নোয়ায় শির,
ঝরে হাসির ফুলঝুরিতে ফাগুন দিনের ফাগ আবীর!
আঁধার্‌ গৃহের সজীব দীপ,
গৃহের সীঁথির সিঁদুর টীপ্‌,
সজীব শোভা, বেণু বীণা, জীবনকাব্যে শ্রেষ্ঠ শ্লোক,
মর্ত্ত্যে সে যে মূর্ত্ত স্বর্গ, আনন্দেরি মহল্লোক।

বিত্ত সে ত নিত্য ভরা সিন্দুকেরি অন্ধকারে,
জ্ঞানের গতি মাথার কোঠায় অন্ধ-করা' গ্রন্থভারে;
বনের পশু, মানুষ মেলা,
তাদের লীলা, তাদের খেলা,
বদ্ধ বিধির চলা পথে; অপথে ও নির্ব্বিচারে
শিশুর প্রভাব জগজ্জয়ী দেহের মনের মাটির পরে।

ধূলায় ধূসর উলঙ্গেরে বক্ষে নিতে চিত্ত মাগে,
এই উৎপাত এই কলরব বড়ই তবু মিষ্ট লাগে!
বাচাল সে যে বাচাল-করা
তার বিরহ শান্তিহরা
দেখ্‌লে তাহার মুখটি মলিন কঠোর এ বুক পড়ে ভেঙ্গে,
তখন কেবল বাজে কথাই কহি তারে যেচে যেচে!

উঁচু কথার ভর্ সহে না যাহার অভিমানী বুকে
রাঙা চোখের আঁচ লাগে যার রাঙা অধর ওষ্ঠ মুখে ;
অনাদরের আশঙ্কাতে
সরে' যে যায় দূর তফাতে,
কথা যাহার সৃষ্টিছাড়া, খেলাই যাহার প্রধান কায,
তাহার প্রভাব তীব্র হেন বল্‌তে কবির নেইক' লাজ।

ঘুমন্ত খোকা

পাতাঝরা' হিমের শিশির একটি ফোঁটা শুকায় নি যা',
কুজ্ঝটিকায় ঝাপ্‌সা ভানু ঘন মেঘে লুকায় নি যা,'
দ্বিপ্রহরে সায়রবুকের ছায়াঙ্কিত পুলক প্রীতি,
স্তব্ধ নিঝুম বনের স্বপ্ন, তন্দ্রাহত বেণুবীথি!
ঘুমায় খোকা—মিলিয়ে গেছে আঁখিকোণের মুক্তাফল,
মধুর হাসির আব্‌ছায়াটি জাগে মুখে অচঞ্চল!

মহোৎসব-সমারোহের একটা শোভা ছট্‌কে পড়ে'
কা'দের বিপুল আয়োজন এ দেছে যেন ব্যর্থ করে,
কাহার হারের মধ্যমণি ছিঁড়ে হেথায় পড়্‌লো এসে,
ভঙ্গিমা এক গানের যেন ঘুমায় মানবকের বেশে!
ঘুমায় খোকা—মানবগৃহে সদানন্দের পুরোহিত
যাহার বাণে হৃদ্‌পাতালের ভোগবতী হয় প্রবাহিত!

পরশ ও তোর স্পর্শমণি, কার্য্যারম্ভ খেলায় তোর,
জপ্‌চে নব জাগরণের মন্ত্র ও তোর ঘুমের ঘোর,
নর্ম্মে তোমার কর্ম্ম ফলে কান্নাহাসির সাম্যযোগে,
উদয়াস্ত গীতাহুতি জীবন-স্বস্ত্যয়নের ভোগে!
ঘুমায় খোকা—অধর নড়ে জগদম্বার স্তন্যপানে,
হাতের মুঠি এলিয়ে গেলেও জড়িয়ে আছে আধেকখানে।

অবিকৃত মাতৃস্নেহ জমাট যেন তুষার সম,
আদর যেন নিবিড় হয়ে মূর্ত্ত শিশু নিরুপম !
একটা হিয়ার সব আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্ত তৃষা, অতুল সুখ,
বধুর তপের সফলতা, ছিন্ন মায়ের হৃদয়টুক !
ঘুমায় খোকা—ঘুমের ঘোরে দিচ্ছে সাড়া থেকে থেকে,
অম্‌নি স্নেহকরের পরশ দিচ্ছে দেহে তিলক এঁকে !

ঘুমায় খোকা স্বর্গ-খানিক, মাতৃহিয়ার স্নেহের ঝাঁপি,
নারীর বুকের পুতুলখেলা, সজ্জা যাহার জীবনব্যাপী !
স্থির চপলা, রূপের ঘুম, মূর্চ্ছিত এক বাঁশীর তান,
একটা মোহন ইন্দ্রধনু, ক্লান্ত নদীর কলগান !
ঘুমায় খোকা—এক অপ্সরীর দৃষ্টি যেন নির্ণিমেষ,
একটা যেন আলিঙ্গনের ব্যাকুল বাহু নিরুদ্দেশ।

•

পুত্র-বিরহে

আজি গৃহ মোর স্তব্ধ নিঝুম নীরব হেন!
সেই তো সকলি, সেই লোক জন, এমন কেন?
খোকা শুধু গেছে মামার বাড়ী,
সব কায সে কি নে' গেছে কাড়ি?
সে তো ছোট ছেলে তাহারে লইয়া
কিসের কায?
বরং ছিল সে কাযের বাধাই সবার মাঝ!

কয়লার দাগে ছবিগুলি তার দেওয়ালে আঁকা,
সে কি অপরূপ চিত্রকলার নমুনা রাখা!
কাচের বাসন উঠানে পড়ে'
তেলের বোতল দাওয়ার পরে'
কোন' ভয় নাই ফেলিবে না কেউ!
বহি ও খাতা
নিরাপদ পড়ে'—কেউ টেনে আর ছিঁড়েনা পাতা!

মোজার পাটিটি গৃহকোণে পড়ে' ধুলায় ঢাকা,
দো'রের আড়ালে লুকানো জুতাটি কাদায় মাখা!
বাক্সের ফাঁকে হাতের বাঁশী,
ছিন্ন ছাতাটি নিয়েছে দাসী,
"বল"টি পড়িয়া খাটের তলায়,
হাতের লাঠি
উঠানের কোণে বরষার জলে হতেছে মাটি!

সকাল হইতে দিদিমার ঘর রয়েছে খোলা
তাম্রথালীতে চন্দন ফুল তুলসী তোলা!
দিদিমার পূজা হইল শেষ
আজি কেহ তাঁর শুক্ল কেশ
দেয় নি ত' ছিঁড়ে, তবু কেন চোখে
জলের ধার?
আজ তো নষ্ট করেনিক' কেউ পূজাটি তাঁর!

ছোট জামাগুলি রজক ফেলিয়া আসে না ঘরে,
খায়নাক' গালি হিসাবের টাকা কাটা না পড়ে!
আপিসের দেরি হয়না আর
তবু বাহিরিতে চিত্ত ভার!
সারাদিন পরে আবাসে ফিরিয়া
শ্রান্ত কায়,
পাই না শান্তি আরো অবসাদ ঘিরে আমায়!

টোল-খাওয়া ঘটি, আধ-ভাঙ্গা বাটি, ছিন্নবই,
ধূলাভরা জুতা, কালি-ঢালা দ্যাল, বিছানা ওই,
পুতুলটি ভাঙা, বাঁশীটি আধা
খাটের পাঁয়ায় একটু কাদা
কত কথা তার কহিতেছে আজি
আমার কাণে—
খোকার বিরহ এ হৃদয়তলে কি ব্যথা হানে !

স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণেষু—

এই কি তোমার চিঠি লেখার ছিরি
এই কি চিঠির ঢঙ্?
ভাব্‌চি কেবল দিই এ তোমায় ফিরি
এই বেগারের সঙ!
যাবার বেলা কত রকম করে'
কয়েছিলাম হাত দু'খানি ধরে'
নয়ন জলে ভিজিয়ে চাদর তব
"ওগো আমার প্রিয়
পত্র যেন বড় বড় দিয়ো!"

তিনটি পাতায় যাহার কথার শেষ
তাহার ভালবাসা
বুঝ্‌তে বাকী নেইক' আমার লেশ,
মিথ্যে শুধু আশা!
বোঝা গেছে আমায় তোমার টান!
সোহাগ আদর সবই তোমার ভাণ;
তোমার দুখ-ভুলানো বুক-জুড়ানো মুখে
কপটতা আছে—
বুকে আমার এ যে আরো বাজে!

সত্যি বলি ভেবে মরে' যাই—
শঙ্কা আমার বড়,
নেইক' আমার রূপগুণ যা তাই
হয়ত এমন কর'!
মুখে যখন গরব আমি করি
বুকটা ওঠে ভয়ভাবনায় ভরি!
ঠিক যেন সে দড়ি-বাজীর খেলা
একটু অসাবধানে,
পড়্‌তে হবে মুখ্‌ড়ে মাটিপানে!

তবু যে গো দাবীর অন্ত নাই!
তুমি যে টুক্ চাও—
আমি দি' তার অনেক বেশী, তাই
আমায় ফাঁকি দাও!
জানন৷ কি তোমার চিঠি পেলে
লজ্জা ও ভয় যায় আমারে ফেলে!
বাধে নাক' কর্‌তে প্রবঞ্চনা;
গুরুজনের সাথে,
মিছে কথায় শতেক ছলনাতে!

থেতে বসে থাওয়াই নাহি হয়,
থাকে সকল কায,
মাথাধরার করি অভিনয়
ঢুকি ঘরের মাঝ!
এত যে সব লুকোচুরি করি
যাহার তরে অধর্ম্মে না ডরি;
তিনটি পাতায় তা' যদি শেষ হয়
কায কি চিঠি আসা?
জাতই যাবে ঘুচবে না পিপাসা!

খোকা পাছে পড়ার ব্যাঘাত করে
বকে' কিম্বা কেঁদে,
দি' তাই তারে পিষীর কোলে ধরে,'
কতই না তায় সেধে!
ছেলে যদি বাইরে তখন কাঁদে
চিঠি পড়া মোটেই না তায় বাধে।
ছেলের চেয়েও এমন মিঠে চিঠি.
এমন চুরির ধন—
অল্প হলে উঠে কি তায় মন?

বড় বলে বড়াই কর' না
বড় কোথায় বল' ?
পাঁচমিনিটের সয় না ভরও যা,
বড় কি তাই হলো ?
দিনে রেতে পড়ে হাজার বার
সময় তবু কাটেই নাক' আর !
আখর গুলি আঁখির আগে মোর
ইন্দ্রধনুর মত
মিলায় দ্রুত জলকণায় শত !

বাণান্ তোমায় ভাব্‌তে নাহি হয়,
সময়ও ঢের পাও,
গঞ্জনা বা ঠাট্টারও নাই ভয়,
তবু দুঃখ দাও ?
কর্‌তে হয় না লোকের অন্বেষণ
ডাকে দেবার আছেও নানা জন !
আসল কথা নেইক' কেবল মন—
তুমি আমায় তত
বাস'না ভাল, আমি বাসি যত !

তোমার তো আর আমার মত হেন
    লুকোচুরি নাই—
তবু চিঠি হয়না বড় কেন
    জান্‌তে সেটা চাই !
আমি যদি হতাম তোমার মত—
দেখ্‌তে তোমায় লিখ্‌তাম চিঠি কত—
বড় বড় দু'তিন খানা করে—
    সারাদিনেও যা'
পড়ে তুমি উঠ্‌তে পার্‌তে না

পুত্র-বিসর্জ্জনে

আজ্‌কে খোকা গেল চলে অনেক দূরের নূতন দেশে,
গঙ্গামায়ের প্রথম বানের ঘোলাজলে ভেসে ভেসে!
হাতের বালা, পায়ের মল,
খুলে নিতে নেইক' ছল,
নেই কোনও ভয় লাগ্‌বে কিম্বা কাঁদবে বলে' অবশেষে,
নিচ্ছি খুলে পড়্‌পড়িয়ে—দেখ্‌চে বাছা নির্ণিমেষে!

জল-ঘাঁটা তায় প্রিয় বলে, জলটা ভাল বাস্‌ত' সে যে,
অগাধ জলে দিলাম ছেড়ে—ঐ যে ঢেউএ খেল্‌চে নেচে!
স্নান করাতে কাঁদ্‌ত' বটে—
আজ আর সে ভাব নেইক মোটে!
ঐ দেখ' সে ডুব-সাঁতারে চল্‌লো কেমন ক্ষীরোদপুরে
কোঁকড়া কালো চুলের গোছা গৌর আভা উঠ্‌চে ফুঁড়ে!

নতুন্ নতুন্ খেল্‌না কত জমেছিল এ কয়দিনে,
কোন'টি তার প্রিয় ছিল, কোনওটি সার আনাই কিনে!
দাদা পাছে দিবে হাত
এই ভয়ে যা' দিবস রাত
রুগ্ন সরু আঙুল ঘেরা ছোট্ট মুঠায় রাখ্‌ত' ভরে'—
ছড়িয়ে তারা গড়িয়ে বেড়ায় এখন সে সব মেজের পরে!

দাদা যে তোর ডাকৃচে তোরে সব বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে,
চড়িয়ে তোরে মায়ের কোলে র'বে বলে দাঁড়াইয়ে ;
মামার বাড়ী গেলি যখন
হয়নি মোদের এ দুখ তখন,—
রেখেছিলেম গুছিয়ে সবি আবার এসে নিবি বলে'
এখন তারাই কাট্তে আসে গোখ্রো সাপের ফণা তুলে!

কাঁথা বালিশ সঙ্গে দিলাম নৈলে কিসে শোবে ছেলে !
অষুধগুলো নর্দ্দমাতে দি'ওনাক' যেন ফেলে !
এ মায়া নয় দামের তরে—
এতেই সে যে জীবন ধরে'
লড়েছিল যমের সাথে, খেয়েছিল রাঙা মুখে,
এর ভরসায় ছিলাম বলে এ দুঃখেও এ বাজ্‌চে বুকে !

কাযের অন্ত ছিল নাক' একটু খানিক আগে, ওরে,
মানুষ ও কায চল্‌ছিল সব ঘড়ির কাঁটা ধরে' ধরে' !
ওলট্‌-পালট্‌ অকস্মাৎ—
হাহাকার ও আর্ত্তনাদ
বাজের মত উঠ্‌লো বেজে—গুমোট কেটে প্রলয় ঝড়ে—
হরিধ্বনি ?—বন্ধ কর !! এত আগুন এর ভিতরে ?

মরণ এতো হয় নিক’ তোর—সত্য মরণ আমাদেরি !
বসন্ত-দূত এসেই গেলি সইল’না তোর একটু দেরি ?
সূর্য্যকরের মতন আসি
একটুখানি আঁধার নাশি,
দিয়ে গেলি দারুণ চির নিবিড় অমা নিরন্তর,
তোর হৃদ্‌রোগ পিতামাতার হৃদে থুয়ে অনন্তর !

প্রেম-সম্ভব

কৈশোর-স্বপ্নের ছিল নানাভঙ্গী
কার মত হবে মোর জীবনের সঙ্গী।
রূপে সে যে মনোজিনি মানসী
স্থির মনি-শিখা সম রূপসী ;
সেই আর আমি দোঁহে নিরেলা
রব চির একেলা !
অমর জীবন হবে, র'বে এই চিত্ত,
দিন যাবে হাসি খেলা সঙ্গীতে নিত্য !

স্বপ্ন সে ছেয়ে দিল মত্ততা তীব্র
মনোমথি মন্মথ দিল দেখা শীঘ্র !
কল্পনা-আল্পনে বসিয়া
নিজ মনোমাধুরীতে রসিয়া—
দু'জনের পাণি পাণি বাঁধিল,
কাহারে না সাধিল !
একি দেখি ? মানসী যে মনসিজ বাঁধনে
মানবীর রূপে ধরা পড়ে গেল আগুনে !

সলজ্জ সচকিত চাহনি সে চক্ষে
চটুল-চতুর-চারু শর হানি বক্ষে
নিশিদিন নিষাদের ব্যবসা !
মিলনে ও মধুময় বচসা !

পলকের আড়ালের বেদনা
জাগাইত চেতনা—
যেন মোরা দুইজনে একটিতে বদ্ধ
উন্মাদ উন্মনা মধু-মদ-মত্ত !

নিষেধ-সরম-বাধা ছিল অতি তিক্ত—
তবু তার ফাঁকে দেখে, কথা ক'য়ে চিত্ত
উঠিত ভরিয়া নবপুলকে
জীয়নকাঠির মহাকুহকে !
নিজ ধন চুরি করি হরষে
দিন যেত সরসে !
অবাধ মিলন-রাতে কোথা সে আনন্দ ?
চাপা-হাসি চুপি-কথা সারানিশি দ্বন্দ !

কি করেছি ? কে দেখেছে ? যদি দেখে ? শঙ্কা !
ম্রিয়মান্ ভেবে নিজ নিলাজের ডঙ্কা !
অন্যায় মানিলেও হ'ত না !
না মানিলে অভিমান কতনা !
আমি সুখী তারে জয়ী করিয়া
পরাজয় বরিয়া ;
বিনা দোষে দোষী সেজে অসীম আনন্দ !
কথা কওয়া—তারি নাম, যৌবন-দ্বন্দ !

গুরুজন-লাজ-ভয়ে হয়নি যা' বন্ধ,
ভাবিনি ত এত দিন ভাল কি তা' মন্দ !

আজ সব থেমে গেল সহসা—
ভরা মধু-মাসে ঘন বরষা!
ছাড়াছাড়ি হইয়াও দু'জনে
হ'ল বাঁধা দ্বিগুণে!
যে প্রিয়া ও মোর মাঝে সহিত না মালিকা-
আজ সেথা দেখা দিল মহাক্রম-কলিকা!

প্রিয়া সে জননী হ'য়ে হ'ল শ্রেয় পূজ্য
লাবণ্য-দীপ্তিতে অভিনব সূর্য্য!
মনোভব পরাভব মানিয়া
পদে তার তূণধনু রাখিয়া—
গেল তার ছাড়া বেশ লইয়া
কৃতার্থ হইয়া!
সম্ভ্রমে সম্মুখ ছাড়ি দিল গুণ্ঠা—
লক্ষ্মী সে লাজ ত্যজি' দিল লাজে কুণ্ঠা!

কৈশোর-কল্পনা যৌবন-স্বপ্ন
নিতল-অতীত-তলে হয়ে গেছে মগ্ন!
আজি আর নহে মন পিয়াসী—
তুচ্ছ সে দেহ-আঁখি-বিলাসী,
নাহি সে মিলন কিবা বিরহ—
দুই আজ সুসহ!
কানায় কানায় প্রাণ এত পরিপূর্ণ
মনে হয় মরণেও হবে না তা শূন্য!

মরণের কাল

নিরু

শুনলি ত সব কথা

কবরেজ কি বলে গেলেন ? নাইক' তাতে ব্যথা !

আসল কথা

মরতেই যদি হয়—

যমের যদি দু'দিন তর্ না সয়,

দুঃখ বড় থাকবে আমার মনে—

শেষের দেখা হবে না কারো সনে !

ভুগে ভুগে ভাই

এমন করে থাকতে বেঁচে মোটেই ইচ্ছে নাই।

যদি পাই

সুস্থ সবল মন,

মরার তবে কি মোর প্রয়োজন ?

মরলে নাকি স্বর্গ পাবার কথা ?

তোদের ছেড়ে স্বর্গ আবার কোথা ?

জা' এমন যার
অমন শ্বশুর দেওর স্বামী ছেলে জামাই, তার
এ সংসার—
স্বর্গ কোথায় লাগে ?
কাঁদিস কেন ? যেতেই দেত' আগে !
যাক্‌গে তবে বল্‌ব না আর কিছু !
মুখ তুলে চা'—আর করিস্‌ নে নীচু !

একি হ'ল দায়—
মুখ বুঁজে যে থাক্‌তে নারি, কথাই এসে যায় !
অভিপ্রায়—
মরব' যখন আমি
শিয়রে মোর থাকেন্‌ যেন স্বামী ;
শিবনেত্রে দেখ্‌ব' তাঁহার মুখ
আর সকলে ঘিরিস্‌ শয্যাটুক্‌ !

ভাল হব ? হা হা
হবেনা যা—বারে বারে কেন বলিস্‌ তাহা ?
আর সে যাহা
চাহেও না এ দাসী
মর্‌তে এখন খুবই ভালবাসি !
দাঁড়া, দাঁড়া, পূজোয় কত বাকী ?
সেইটে কেবল হিসেব করে' রাখি!

নয়ুই পূজো ? মাঝে—
আজ আশ্বিনের পয়লা, তবে সাতটা দিন আর আছে !
এত কাছে ?
খুবই ভাল হলো
আমার নেহাৎ কপাল জোরেই বল' !
ভাসুর তোমার এলেন্ বলে বাড়ী,
ঠাকুরপোও কর্‌চে তাড়াতাড়ি !

দু' এক দিনেই তবে
কুমুর বিনুর পূজোর ছুটি, কলেজ বন্ধ হবে !
আস্‌বে কবে
জামাই সুধায় নিয়ে ?
নিশ্চয়ই তো যাবে এ পথ দিয়ে !
ভাইটি আমার বারেক সে সময়
যদি আসে বড়ই সুখের হয় !

আস্‌বে সে কি তাই ?
সে যে আমার বাপের বংশ, মায়ের পেটের ভাই !
আমি চাই—
বুঁজ্‌তে তখন আঁখি
ভরা ঘরে সবার কাছে থাকি !
তোদের দিঠির কঠিন সাঁজোয়া
কর্‌বে আমার সকল বাঁচোয়া !

মর্‌ব যখন বোন্‌
বাজ্‌না নানা কর্‌বে মরণ-মহোৎসবের ক্ষণ!
রইবে না কোন্‌
গরীব দুখীর ব্যথা
ছেলে বুড়ো বল্‌বে পূজোর কথা—
সব বাড়ীতেই থাক্‌বে দ্বারে দ্বারে
মঙ্গলঘট আমের শাখার হারে!

কৃষ্ণচূড়া ফুল
ঝর্‌বে গায়ে; মাঠ বাওয়ে উড়্‌বে আমার চুল!
হাজার বকুল
লুট্‌বে যাবার পথে,
কুট্‌বে মাথা রাখ্‌তে কোনও মতে;
বাস বিলাবে কণ্টকিত কেয়া—
দিব' আমি দোলায় শেষের খেয়া!

ভো

মর্‌তে যদি হয়—
সে এই তবে পূজার সময় সবাই যখন রয়!

স্মৃতি

আজও পড়ে মনে—মোদের শুভদৃষ্টির ক্ষণ,
লোকান্তরের সেই যে দেখা আবার এ মিলন!
এক পলকের সেই যে দেখা—হর্ষ-বিষাদ-ভয়ে
তাতেই আবার পড়্‌নু বাঁধা অতীত পরিচয়ে!
এমন নিমেষ আর কখনো পাইনি জীবন ভ'রে—
হয়ত আবার ঘট্‌বে সে যোগ—আরেক জন্মান্তরে।

তারপরে সেই বর কণে'দের ফুলশয্যার রাতি—
হৃদয়-ভরা কথা নীরব, মুদিত আঁখির পাতি!
রেশ্‌মী কাপড় খশ্‌খশিয়ে একই শয্যাতলে,
সরম-কাতর সসংকোচে ছিলে ঘুমের ছলে!
বাইরে ছিল লুব্ধ গোপন কর্ণ-মেলার তৃষা—
সারা জীবন মাঝে সে এক স্মরণীয় নিশা।

যখন তোমার তনু-বীণায় সুযৌবনের সুর
উঠ্‌লো বেজে ফুটিয়ে আমার চোখে মায়াপুর—
ঠিক ঠিকানা কিছুই আমার রইল না আর ভবে
মান অভিমান কান্নাহাসিই বিত্ত হল সবে।
দিনে দুয়ার আড়াল হ'তে ছুঁড়তে যে সেই কত
হাসির রাঙা পিচ্‌কারী—তায় জীবন রঙীন্‌ হ'ত!

সব সুখ মোর ঠেক্‌তো বোঝা দিনেক অদর্শনে
একটু কোথাও যেতে হলে কাঁদ্‌তে সঙ্গোপনে।

বিদায়কালে সেই যে তোমার অশ্রুসজল আঁখি
অনিমিতে অচিহ্নিতে ফির্‌তো আমায় ডাকি!
ফির্‌বো কখন বারে বারে সে মোর প্রতিশ্রুতি
প্রবাস হতে তোমার পথে টান্‌তো আমায় নিতি!

গিন্নী তুমি হলে যখন খোকা খুকীর মা
খোকা খুকী ভিন্ন তখন কথাই ছিল না!
আমার মতে খোকা ভাল, তুমি বল্‌তে খুকী—
বাপ্‌কে দোষী কর্‌তে যখন ধর্‌তো তারা ঝুঁকি!
আমার উপর রেগে তুমি বকৃতে তাদের কত
সে এক ছিল সোণার সময়, অনেক দিন তা' গত!

তা'পর তুমি উঠ্‌লে সেদিন খেয়াতরীর পর
বৈঠা তালে মিলিয়ে গেল তোমার কণ্ঠস্বর!
বাপের বাড়ীর ভয় দেখাতে, ভাবনু আমি তাই—
পিত্রালয়ে গিয়ে এবার পত্র দেওয়াও নাই?
এমন দেরী হয় নিক' তো কভু তোমার প্রিয়ে,
অসুখ হলেও আস্‌তে যে গো লুকিয়ে ছুটি নিয়ে!

তোমার খোকা তোমার খুকী অনেক বড় আজ
তোমার বধূ তোমার জামাই ঘুর্‌চে ঘরের মাঝ!
ছিলে যখন—তোমার ছবি থাকৃতো আমার চোখে
(এখন তুমি কোথায়, প্রিয়ে, কোন্ সে সুদূরলোকে?)
নয়ন ছাড়া নও এখনো, আঁখিজলের রূপে
সদাই তুমি পড়্‌চো বুকে, চুম্বি কপোল চুপে।

আমারি সে বাড়ীখানি

দুঃখে দৈন্যে কাহার মেঝেয় পাই সান্ত্বনা সুখ,
বিয়োগে নিরাশে মিলনে বিলাসে জাগে কার স্মৃতিটুক্,
প্রবাসের দুর নিকট করিয়া কে রেখেছে ধরে' টানি—
আমার ছোট্ট বাড়ীখানি সে যে, আমারি সে বাড়ীখানি।

দেওয়ালের পাটে কতনা কাহিনী পাটে পাটে কোথা গাঁথা,
চালের মট্‌কা ছাউনি বাতায় কত গত হাসা কাঁদা,
দাওয়ার দেওয়ালে বসুধারাগুলি কহে উৎসববাণী—
আমার ছোট্ট বাড়ী খানি সে যে, আমারি সে বাড়ীখানি।

কে কহে মধুর পিতামহদের কৈশোর খেলা কথা,
রোপিত কাঁঠাল তরুতে তাঁদের বালকের তরুণতা—
কে পারে এমন বাঁধিতে চিত্ত প্রসারিয়া শত পাণি—
আমার ছোট্ট বাড়ীখানি সে যে, আমারি সে বাড়ীখানি।

সারা ধরণীর শ্রেষ্ঠ হর্ম্ম্য যে কুটীর কাছে ম্লান,
জগতের সেরা সঙ্গীতে বাজে কার সদা স্তবগান,
কোন্ সে প্রাচীর পরিখার মাঝে আমি রাজা আমি রাণী—
আমার ছোট্ট বাড়ীখানি সে যে, আমারি সে বাড়ীখানি।

কোথা অবসর যাপিতে বাসনা, অসময়ে কোথা ঠাঁই,
কোথা রাখি সব, মাথা থুয়ে শেষ, মরিতে বা আমি চাই ?
কাহার বাঁধনে মুক্তির সুখ, কোন্ সেই রাজধানী ?
আমার ছোট্ট বাড়ীখানি সে যে, আমারি সে বাড়ীখানি !

কার পরিচয়ে প্রচারিত আমি, কার দ্বারে বাঁধা আমি,
মায়ের মতন কে সে স্নেহবতী, বন্ধু কে হিতকামী ?
প্রিয়া সে যে মোর বিরহ যাহার ডাকে সদা হাত ছানি,
আমার ছোট্ট বাড়ীখানি সে যে, আমারি সে বাড়ীখানি !

গ্রন্থকারের অন্যান্য

কাব্য-গ্রন্থাবলী

পত্র-চিত্র—নবপ্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ মূল্য বার আনা।

মন্দিরা—(গীতিকাব্য) দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য বার আনা।

সপ্তস্বরা—(সচিত্র গীতিকাব্য) মূল্য এক টাকা।

খঞ্জনী—(ছোট ছোট কবিতাসমষ্টি) মূল্য চারি আনা।

পঞ্চপাত্র

(গীতিকাব্য)

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নানা কবিগণের কাব্যানুবাদ।

(যন্ত্রস্থ)

মূল্য বার আনা।

গদ্য-গ্রন্থাবলী

গল্পমাল্য—(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) আটটির উপর আরও চারিটি গল্প বাড়ানো হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি—(জীবন-স্মৃতি) রবীন্দ্রাগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী ও গত শতাব্দীর বঙ্গদেশ, সমাজ, সঙ্গীত, সাহিত্য, নাট্যকলা, শিল্প ও তদানীন্তন বিখ্যাত পণ্ডিতগণের পরিচয়। ৪৬খানি হাফ্‌টোন ফটোগ্রাফ সহিত, আইভরি ফিনিস কাগজে ছাপা, ২৫০ পৃষ্ঠা।

মূল্য দুই টাকা।

কয়েকটী অভিমতের সংক্ষিপ্তসার

মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন (২০শে আশ্বিন, ১৩২২) "মুগ্ধ হইয়াছি।"

৺কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন—(২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৫) "তোমার কবিতার **আমি ভক্ত ও পক্ষপাতী**। * * * তোমার wit বঙ্গভাষায় নূতন চীজ।"

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার—(৩১শে ডিসেম্বর ১৯১৪)—স্বরবৈচিত্র্য আছে, ঝঙ্কার আছে, ভাবের মধুরতা আছে।"

কবিবর প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (২রা ও ১৪ই আগষ্ট ১৩২১)—"তুমি খাঁটি পল্লীকবি। * * * তোমার সে নিশানের (পল্লী কবিতার) দিকে মাতৃভাষা চাহিয়া আছেন—স্মরণ রাখিও। * * * যে কাঁদিতে জানে, সে কাঁদাতেও জানে—সে শুধু কবি নয়, সে ভক্ত। * * * **তুমি প্রথম শ্রেণীর কবি** * * * এমন রসিক অতি বিরল।"

স্বর্গীয় জে. ডি. আণ্ডার্সন্ :—Brooklands Avenue, কেম্ব্রিজ * * * I am simply charmed * * * Your সপ্তস্বরা has done me a great good in my stay out at change and since then it is my constant companion. * * * You may quite pertinently claim to be a worthy চেলা of your great গুরু। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কয়েকখানি সাময়িক পত্রের অভিমতের সংক্ষিপ্তসার

ভারতী, ফাল্গুন ১৩২১—কবিতাগুলিতে "নীরব দুপুরে ঘুঘুর ডাক" "পল্লীরূপসীর কাঁকনে কলসে বেজে ওঠা ছন্দ" যেমন বিচিত্র সুরে বাজিয়াছে, পল্লীর আনন্দ উৎসব ও সুখ-দুঃখের কাহিনীও তেমনি তাহারই পাশে পাশে রণিয়া উঠিয়াছে।

ভারতী, শ্রাবণ, ১৩২২—শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২১—কবি বসন্তকুমারের কবিতা অনেকেই পাঠ করিতে ভালবাসেন।

বিজয়া, আষাঢ় ১৩২২—বসন্তবাবু যেমন প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, অধিকাংশ লেখকের পক্ষে তদ্রূপ সৌভাগ্য প্রকৃতপক্ষে নিতান্তই দুর্ল্লভ।

শিল্প ও সাহিত্য, ভাদ্র ১৩২২—শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি-এ লিখিত "সমালোচনার নূতন ধারা" প্রবন্ধ হইতে "* * * কবির এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ক্ষমতার চরম পরিণতি * * *। * * * বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত একাসন স্থান পাইবার যোগ্য * * *।"

মালঞ্চ, (আশ্বিন ১৩২৩, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বি-এ লিখিত "সপ্তস্বরা" প্রবন্ধ হইতে) * * * "ভাবে, ভাষায়, কল্পনায়, ঝঙ্কারে, রসে, কৌতুকে, সৌন্দর্য্যে এবং সমবেদনায় এই "সপ্তস্বরা" ভরপুর। কবির অনুভূতির শক্তি যেমন প্রবল, তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের শক্তিও তদনুরূপ। স্বদেশ এবং স্বজাতির সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ টন্‌টনে। * * * কবিতাগুলি হীরক-খণ্ডের ন্যায় সমুজ্জ্বল। * * * পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের যৌবনের লেখা পড়িতেছি। সেই ভাব, সেই ভাষা, সেই ঝঙ্কার অথচ কুত্রাপি অক্ষম অনুকরণের গন্ধ মাত্র নাই। * * * বঙ্গভাষায় এমন জ্যোৎস্নাবর্ণন আর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। * * * এমন রূপে রসে গন্ধে ভরা কাব্য কুসুম ফুটিতে দেখিলে প্রাণে যে আনন্দ হয়, মনুমেণ্টের মাথায় চড়িয়া উচ্চস্বরে কবির জয়বাদ করিতে পারিলে তবেই সে আনন্দ প্রকাশ করা যায়। এই ভাগ্যবান কবির লেখনী-শিরে দেবতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।"

গৃহস্থ, (ফাল্গুন, ১৩২৩ শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি-এ লিখিত "সপ্তস্বরা" প্রবন্ধ হইতে)—" * * * কবিতায় এরূপভাবে পল্লী-চিত্র আঁকিতে আর কেহ পারিবে বলিয়া মনে হয় না। তিনি প্রত্যেক বিষয়ই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন আর লিখিয়াছেন * * * কবি বসন্তকুমারকে সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে তাঁহার এই "সপ্তস্বরা"ই যথেষ্ট।"

মানসী ও মর্ম্মবাণী, (শ্রাবণ ১৩২৫)—" * * * তাঁহার কবিতা সকলেই উপভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি শুধু কবি নহেন। * * * তাঁহার কবিতার ন্যায় এই গল্পগুলিও যে সাধারণের মনোরঞ্জন করিবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। * * * গল্পগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। * * * "

পরিচারিকা, (ফাল্গুন, ১৩২৫)—" * * * বসন্তবাবু ভাব-সাগরের ডুবুরী, প্রকৃতির পূজারী, পল্লীজীবনের সুধামন্থনকারী অমর, আবার রহস্য-পারাবারের তুফান—কবির হৃদয় উচ্চ, সরস, সরল, তিনি পরকে আপন ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, সমবেদনা, সহানুভূতি তাঁহার স্বাভাবিক বৃত্তি, তাই তাঁহার গান এত মিষ্ট, হৃদয়গ্রাহী। * * * "